গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা

[www.mofl.gov.bd](http://www.mofl.gov.bd)

|  |
| --- |
| **সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার** কার্যবিবর**ণী** |
| সভাপতিঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান  সচিব  |
| তারিখ : ২৯ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ  |
| সময় : বেলা ২:৩০ ঘটিকা |
| স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ |

 সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৪.১ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** **(১)**  **মৎস্যচাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনঃ** মৎস্যচাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত “গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন” প্রকল্প এর আওতায় বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি প্রিন্সিপালের বাসভবন, ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি ইনস্ট্রাকটর ডরমেটরী, ১টি স্টাফ ডরমেটরী, ১টি ইরোশন প্রটেকশন কাম বাউন্ডারি ওয়াল, ১টি গ্যারেজ ও ১টি ছাত্রাবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১টি ছাত্রীনিবাস, ১টি অডিটোরিয়াম, ১টি মসজিদ, ১টি বিদ্যুৎ সাবস্টেশন এবং ১টি হ্যাচারি কম্পোনেন্ট সহ হ্যাচারি বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ২টি গার্ডরুম নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। কম্পাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম নির্মাণ, বহিঃবিদ্যুতায়ন ও ৩টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ই-জিপির মাধ্যমে প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন শেষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পুকুর খনন, আরসিসি দেয়াল দ্বারা পুকুর উন্নয়ন ও সংস্কার এবং অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণের জন্য ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**(২) জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানঃ** জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প কর্তৃক সারাদেশ ব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ জেলের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্ত্তত করে বিতরণ করা হয়েছে।**(৩) চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণঃ** মধ্যম পর্যায়ে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন মৎস্য অধিদপ্তরের “চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ” প্রকল্পটি বিগত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত চালু ছিল। প্রকল্পটি বিগত ১৬/০৯/২০১৫ খ্রি. রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটউট, চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স যথাযথভাবে পরিচালিত হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি চালু হবার পর থেকে অদ্যাবধি ৭১ জন ছাত্র-ছাত্রী মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেছেন। চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এ প্রতিবছর ৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। **(৪) জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৪০ কেজি চাল প্রদানঃ বাস্তবায়িত** **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** **(১) সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পঃ**  অক্টোবর/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি:১। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।২। একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।৩। ভূমি উন্নয়ন আংশিক ও ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।৪। সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। **(২) গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁসের হ্যাচারি স্থাপনঃ** অক্টোবর**/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি:**১। ৫ একর ভূমি অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছে।২। একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় ৯০% হয়েছে।৩। প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়নের জন্য মাটি ভরাট ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে।৪। বয়েজ হোস্টেল, লেডিস হোস্টেল, এফডিআইএল বিল্ডিং, স্টাফ ডরমেটরি বিল্ডিং সমূহের লে-আউট প্রদান করা হয়েছে।৫। প্রিন্সিপাল কাম পিএসও কোয়ার্টার, ক্যাটল সেড, পোল্ট্রি সেড, মসজিদ ভবন ও ইনসিনারেটর হাউজ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।৬। অধিদপ্তর থেকে রাজস্ব খাতে পদ সৃষ্টির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।  | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। |
| ৪.২ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** (২) **প্রবাসে বাংলাদেশীদের বিরাট বাজার রয়েছে। সেখানে প্রবাসী বাঙালীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসাবে মাছ এবং মাংসকে খাদ্য তালিকায় রাখে। ফলে বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবঃ** ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট ১৮,৫৯৫.৫৬ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ১৮৮.৭৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৯৯৫.০১ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ২.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অক্টোবর’১৬ মাসে মোট ৪,৮৫৭.৮১৭ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৫৫.৯৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩৯২.৩৬ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ১.০০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। ২০১৬-17 অর্থ বছরের অক্টোবর/২০১৬ মাসে বাংলাদেশ হতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহে 3100.842 মে.টন, যুক্তরাষ্ট্রে 618.698 মে.টন, জাপানে 218.365 মে.টন ও অন্যান্য দেশসমূহে 2130.419 মে.টন মোট 6068.324 মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। পণ্যভিত্তিক রপ্তানির পরিমান পরিশিষ্ট ‘খ’-তে বর্ণিত হলো।এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী।(৫) **বর্তমান সরকার ও অব্যবহিত পূর্বের সরকারের সময় বাংলাদেশ সমুদ্র বিজয় করেছে। এতে করে সমুদ্রসীমার বিস্তৃতি ও পরিধি বেড়েছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে সমুদ্রের পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ করা দরকার। সামুদ্রিক মাছ আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যক। এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ** বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণে ইতোমধ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে : বিগত ১৯/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.৪০ ঘটিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্য গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নব সংগৃহীত “গবেষণা ও জরিপ জাহাজ আর. ভি. মীন সন্ধানী” -এর মাধ্যমে পরিচালিতব্য জরিপ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেছেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে সরাসরি প্রচারিত হয়েছে। এ জরিপ জাহাজ কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। * সামুদ্রিক জলসম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কনসালটেশন কর্মশালার আয়োজন করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।
* পর্যায়ক্রমে ট্রলারসমূহ যাতে নির্দিষ্ট ফাঁসের জাল ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ করে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি ৪০ মিটার গভীরতার ভিতরে যাতে কোন বাণিজ্যিক ট্রলার মৎস্য আহরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
* পরিবেশ-বান্ধব মৎস্য আহরণের জন্য সকল প্রকার মৎস্য ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৪টি বটম ট্রলারকে মিড ওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হয়েছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল উৎপাদন/ আহরণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সমুদ্রে ফিশিংরত বাণিজ্যিক ট্রলার- এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, পরীবিক্ষণ ও সার্ভেল্যান্স পদ্ধতিতে আধুনিকায়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রাপ্তির ধারাবাহিকতায় ১ম পর্যায়ে ১০০টি এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরো ৩৩টি মোট ১৩৩টি মৎস্য ট্রলারে VTMS (Vessel Tracking Monitoring System) সংযোজন করা হয়েছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৬ এর খসড়ার উপর একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতামত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া যায়। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে বিগত ১৭/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চূড়ান্তকৃত খসড়াটি পরিমার্জিত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়টি নির্ধারিত হবে।
* মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান/ট্রলারসমূহকে লাইসেন্সিং- এর আওতায় আনা হচ্ছে।
* বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ও চিংড়ির নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মাছের মজুদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিবছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ট্রলার দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
* অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত এবং গোচরীবিহীন (IUU) মৎস্য আহরণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি (MCS) কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং অতি আহরণ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিসমূহ সংশোধন করা হচ্ছে।
* মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল, পদ্ধতি এবং আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।
* ক্ষতিকারক মৎস্য আহরণ জাল-সরঞ্জাম সমূহ পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করে পরিবেশ বান্ধব (Eco-friendly) জাল-সরঞ্জাম ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
* অতি অভিপ্রায়নশীল (Migratory) এবং স্ট্র্যাডলিং প্রজাতির মৎস্য সম্পদ-টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা যেমন Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Asia Pacific Fisheries International Commissiion (APFIC), Bay of Bengal Programme-International Government Organization (BOBP-IGO) এর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা হচ্ছে।
* গভীর সমুদ্রে উচ্চ অভিগমনপ্রবণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)-তে বাংলাদেশের Co-operation Non Contracting Party Status নবায়নের জন্য IOTC Secretariat এ আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
* টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত দেশীয় উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক বিদেশি উদ্যোক্তাগণের সহায়তায় ২০০ মিটার গভীরতার বাহিরে ও আন্তর্জাতিক জলসীমার টুনা জাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের লক্ষ্যে ৪টি নূতন লং লাইনার প্রকৃতির মৎস্য ভেসেলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

**(৬) জাতীয় মাছ হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। একে রক্ষা করতে হবে। জাটকা নিধন বন্ধের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং এ জন্য এ সরকারের সময়েই জাটকা ধরা থেকে বিরত থাকার জন্য মৎস্যজীবি জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যা এখন পরিবার প্রতি ৪০ কেজি। জাটকা ধরা থেকে বিরত রাখার জন্য মৎস্যজীবী জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবেঃ** জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্পএর আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৮ বছরে ১৫ জেলার ৮০ উপজেলার ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১০২ টি জাটকা জেলে পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৬৯ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত জেলেদের মোট খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। ২০১৬ সনে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়ে ১৪টি জেলার ৭৬টি উপজেলার দরিদ্র ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ইলিশ জেলেকে ২০ কেজি হারে ৭১৩৪ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে।বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৭ বছরে ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/ রিক্সা ক্রয়, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেঃটন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ উৎপাদন ৪.০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।**(৭) ১৯৯৬ সালে চিংড়িতে বিভিন্ন মেটালিক পদার্থ পুশ করার ফলে চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন- Traceability এবং HACCP এর বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের সময়েই করা হয়। এতে করে চিংড়ি শিল্প ধ্বংসের সাথে জড়িত দুষ্টচক্রকে সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। এ সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে পুনরায় চিংড়ি রপ্তানি চালু হয়। এই সরকারের সময়ই চিংড়ি রফতানিকারকগণকে ৪০ কোটি টাকা বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়েছেঃ** * চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ বন্ধের জন্য মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুশকৃত মাছ/চিংড়ি যেন বিদেশে না যায় সেজন্য বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন- মোবাইল কোর্ট/ অভিযান, কারখানা পরিদর্শন, ডিপো/ আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র, ডকুমেন্ট পরিদর্শন ইত্যাদি। তাছাড়া মৎস্য ও চিংড়ি খামারে স্টেরয়েড, হরমোন ও রাসায়নিক দ্রব্য এর ব্যবহার মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সালে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ সংশোধন করে উপযুক্ত বিধি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ে HACCP কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মেটাল পুশ রোধের জন্য প্রতিটি কারখানায় মেটাল ডিটেক্টর বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারের বিধান করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে মেটাল পুশের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
* মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) বিধি-২১ ও ২২ এর আওতায় মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা হতে প্রতি বছর NRCP (National Residue Control Plan) কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের খামার হতে মাছ/চিংড়ি ও মৎস্য খাদ্য ইত্যাদি নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্টেরয়েড, স্টিলবিন, ক্ষতিকারক ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।
* মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক বর্তমান ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে মোট ৪৬টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ৮১,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় ও ৫৩৮ কেজি চিংড়ি বিনষ্ট করা হয়েছে। এ মাসে কারখানার জরিমানার পরিমান ছিল ১,২৫,০০০/- টাকা, ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৪৬৯টি এবং কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৩ টি।
* চলতি ২০১৬ সালের জানুয়ারি হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোট ২২৪ টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ১৬,৯৫,৫০০/- টাকা জরিমানা আদায়, ১২,৫২৯ কেজি চিংড়ি বিনষ্ট ও ১৭ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সময়কালে মোট কারখানার জরিমানার পরিমান ছিল ১৭,০৬,৫০০/- টাকা, ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৪,৬০৭ টি এবং কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৮১ টি।

(৮) **এই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় সেগুলোকে Value Added করার জন্য উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। Value Added করে মাছ ও মাংস রপ্তানি করা হলে বেশি পরিমাণে বৈদেশিক বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। ২০০৮-২০১১ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দার সময় সেখানকার মানুষ চিংড়ি খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা সাময়িক হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে চিংড়ি রপ্তানির বাজার সচল হয়। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান দেশসমূহে প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী বাজারে Value Added করে চিংড়ি রপ্তানি করতে পারলে বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবেঃ** * বর্তমানে বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Value Added মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পাঠানো হয় যেমন-Frozen (Cooked, fresh, peeled & divine), Salted & dried। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও মৎস্যপণ্যের প্রায় ৭০% Value Added হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে INFOFISH নামক Inter Governmental Organization ready to cook fillet প্রস্তুত করার প্রযুক্তি বাংলাদেশে হস্তান্তরের জন্য ২০১১ সালে Common Fund for Commodities (CFC)/FAO এর সহায়তায় একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের Partner হিসেবে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট (Fillet) উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলাস্থ মেসার্স Virgo Fish & Agro Process Ltd.-কে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক সম্প্রতি লাইসেন্স (DHK-124) প্রদান করা হয়েছে। বিগত এপ্রিল’২০১৬ মাসে মাননীয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ হোসেন এম.পি. কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট (Fillet) উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় মেসার্স Seven Oceans Fish Processing Ltd. নামক অপর একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাকেও সম্প্রতি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক লাইসেন্স (DHK-125) প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মেসার্স এসবি গ্রুপ অনুরূপ একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ ও মেসার্স সি রিসোর্ট লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান ready to cook মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের কাজ করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ, কুমিল্লা কর্তৃক সীমিত পর্যায়ে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার ফিলেট উৎপাদন করে দেশের অভ্যন্তরীন বাজারে বিক্রয় করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, , বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ, কুমিল্লা, Sea Mark (BD), চট্টগ্রাম, Saint Martin Seafood, খুলনা, BD Seafoods, চট্টগ্রাম, গোল্ডেন হারভেস্ট, গাজীপুর নামীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ high value added fish product যেমন: Fish Ball, Fish Nugget, Fish Finger ইত্যাদি প্রস্তুত করে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করছে।**(১৩) কাঁকড়া, ব্যাঙ, শামুক, ঝিনুকের চাহিদা বিশ্ব বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা প্রচুর। সুতরাং এগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেঃ** * বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানির উজ্জল সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণের পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৪.৪১ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১২,৫৫৯.৭৫ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অক্টোবর, ২০১৬ মাসে ১.৫১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ৬৮১.৮৪ মে.টন কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে।
* মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় দেশে কাঁকড়া ও কুচিয়ার চাষ জনপ্রিয় করে তোলা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে **‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা’’** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২২৮০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪৪৪ টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ১২৩টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২২৮০ জন সুফলভোগী ও চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১১২টি কুচিয়া প্রদর্শনী, ৪০২টি কিশোর কাঁকড়া চাষ ও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী স্থাপন করার সংস্থান রয়েছে।
* এছাড়াও ৪টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে কুচিয়ার চাষ ও পোনা উৎপাদন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় একটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করা হবে।

**(১৪) বর্তমান সরকারের সময় মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়কে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। “জাল যার জলা তার” এ স্লোগান এ সরকারের সময়েই বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ** * মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তরিত জলমহালসমূহ মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সংগঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে জলমহালের জৈব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়। তবে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল ব্যবস্থাপনায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা গৌণ, জেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কমিটিতে একজন সদস্য। জেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক এবং সদস্য সচিব রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)। উপজেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সদস্য সচিব সহকারী কমিশনার (ভূমি)।
* দেশে বিদ্যমান জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৫ লক্ষ জেলের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্ত্তত করে বিতরণ করা হয়েছে।
* প্রাকৃতিক দূর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) কারণে নিহত বা বাঘের আক্রমনে, সাপের কামড়ে অথবা কুমিরের কামড়ে নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনের সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প” এর আওতায় ২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৮৭ জন নিহত জেলে পরিবারের মধ্যে সর্বমোট ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

**(১৫) গ্রামে গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: হাঁস, মুরগির খামার স্থাপন, অভয়াশ্রম স্থাপন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা বিশেষভাবে তদারকি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দেশের বিরাট জনসংখ্যা সম্পদ স্বরূপ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশবাসীর নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার স্বার্থে এ সম্পদকে কাজে লাগাতে হবেঃ** * জলজ সম্পদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের নিমিত্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল।
* বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৬৫৮টি এবং স্থানীয় উদ্যোগে ১৬টি অভয়াশ্রমসহ ৬৭৪টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে।
* এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা-চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংড়া , মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ফলে বছরে প্রায় ৩ হাজার মে.টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হচ্ছে।

**(১৬) খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে মাছ, মাংস ও ফলমূলে ফরমালিন মিশ্রণ একটি বড় সমস্যা হিসেবে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মনিটরিং এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবেঃ*** মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে।
* “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” চলাকালীন সময়ে ঢাকা সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১০,০০০টি সচেতনতামূলক সভা, ৫৪,৬৭৫জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, মৎস্যজীবি/জেলে প্রতিনিধি, ৫০০০ জন মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি ও ৭৭৫ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে । যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে।
* মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফরমালিন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
* বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**(১৯) বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করার সদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনঃ**  * মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase Chain Reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রয়োজনীয়

প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** **(১) এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারেঃ** ১। বহিঃ বিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে অক্টোবর ১৬ পর্যন্ত মাংস রপ্তানী নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/১৬ হতে সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত বিদেশে মোট মাংস রপ্তানী | অক্টোবর/১৬ মাসে বিদেশে মাংস রপ্তানী | অক্টোবর/১৬ মাস পর্যন্ত বিদেশে মোট মাংস রপ্তানী |
| ১০৯৪৩২.৮০ কেজি | ৩২৫৭ কেজি | ১১২৬৮৯.৮০ কেজি |

মালদ্বীপে ০৯/১০/২০১৬ তারিখে ১৬৩০.০০ কেজি গরুর মাংস রপ্তানী হয়েছে। মালদ্বীপে ২৩/১০/২০১৬ তারিখে ১৬২৭ কেজি গরুর মাংস রপ্তানী হয়েছে।**(২) দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ**২। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৬ হতে সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন | অক্টোবর/১৬ মাসে সিমেন উৎপাদন | অক্টোবর/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন |
| ত:- ২৮৭৯৯৯ মাত্রাহি: ৬৫৬০৩৫ মাত্রা | ৯৯৮০১ মাত্রা২৫০৫৬০ মাত্রা | ৩৮৭৮০০ মাত্রা৯০৬৫৯৫ মাত্রা |
| মোট-৯৪৪০৩৪ মাত্রা | ৩৫০৩৬১ মাত্রা | ১২৯৪৩৯৫ মাত্রা |

 ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৬ হতে সেপ্টেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | অক্টোবর/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | অক্টোবর/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
| ত: ২৫৪৭১৯ টিহি: ৫৭৩৫৬১ টি | ৮৬৬০৬ টি১৯০৮৬১ টি | ৩৪১৩২৫ টি৭৬৪৪২২ টি |
| মোট- ৮২৮২৮০ টি | ২৭৭৪৬৭ টি | ১১০৫৭৪৭ টি |

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৬ হতে সেপ্টেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | অক্টোবর/১৬ মাসে বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | অক্টোবর/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা |
| ত: এড়ে-৪৯৬৪০ টিত: বকনা-৩৮৭৫১ টি | ১৬৯৭৫ টি১৩,২৩৬ টি | ৬৬৬১৫ টি৫১৯৮৭ টি |
| মোট- ৮৮৩৯১ টি | ৩০২১১ টি | ১১৮৬০২ টি |
| হি: এড়ে-১১৪১৪১ টিহি:বকনা-৮৯৬৪৮ টি | ৩৭৬৫৭ টি৩০১২৮ টি | ১৫১৭৯৮ টি১১৯৭৭৬ টি |
| মোট- ২০৩৭৮৯ টি | ৬৭৭৮৫ টি | ২৭১৫৭৪ টি |
| সর্বমোট ২৯২১৮০ টি | ৯৭৯৯৬ টি | ৩৯০১৭৬ টি |

**(৩) দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবেঃ** কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ডেইরী বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যার মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিতে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন করা হবে। **(৪) দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা ও পনির উৎপদান করতে হবেঃ** মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের দুধ মাংসের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। অক্টোবর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ও বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| মে/ ১৩ হতে সেপ্টেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | অক্টোবর/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | প্রকল্প শুরু হতে অক্টোবর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
| ১১৯৭ টি | ৫৭ টি | ১২৫৪ টি |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| প্রকল্প শুরু হতে সেপ্টেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের বাচ্চা উৎপাদন | অক্টোবর/১৬ মাসে মহিষের বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা | প্রকল্প শুরু হতে সেপ্টেম্বর/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা |
| এড়ে- ৭৭ টিবকনা- ৫৫ টি | এড়ে- ০৯ টিবকনা-০৯ টি | এড়ে- ৮৬ টিবকনা-৬৪ টি |
| মোট= ১৩২ টি | ১৮ টি | ১৫০ টি |

**(৫) বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবেঃ** ৫। সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ভেড়া পালনকারীদেরকে প্রশিক্ষন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই/১৬ হতে অক্টোবর/১৬ পর্যন্ত ০৩ টি উপজেলায় ৬০ জন খামারীকে ০৫ দিনের ভেড়া পালন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮ টি উপজেলায় ২০ জন করে মোট ১৬০ খামারীকে ২ দিনের রিফ্রেসার্স ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পার্বত্য জেলায় ভেড়া বিতরণের জন্য কার্য্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। **(৬) মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবেঃ** ৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্যে নিষিদ্ধ হেভীমেটাল (ক্রোমিয়াম), কেমিক্যালস (ফরমালিন), ঔষধ ইত্যাদি ভেজাল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্যক্রম চলমান আছে। তদানুযায়ী প্রশাসনের সহযোগিতা ও বিভাগীয় উদ্যোগে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারনা, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎস্যে ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিদর্শন/মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য নমূনা পরীক্ষর জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে অক্টোবর/ ২০১৬ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বিষয় | জুলাই/১৬ হতে সেপ্টেম্বর/ ১৬ পর্যন্ত | অক্টোবর/১৬ মাসে | অক্টোবর/ ১৬ পর্যন্ত মোট |
| মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | ০৭ টি | ৪ টি | ১১ টি |
| জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান | ১০০৫ কেজি | - | ১০০৫ কেজি |
| বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান | ২৫৭৮ কেজি | - | ২৫৭৮ কেজি |
| মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা | ০১ জন | - | ০১ জন |
| আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | ৭০০০০০/- | - | ৭০০০০০/- টাকা |
| খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা | ৩৭৫ টি টি | ১৭৬ টি | ৫৫১ টি |

১। ঢাকা বিভাগে ৩ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়েছে।২। রাজশাহী বিভাগে ১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা হয়েছে।পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মাননিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণঃEstablishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/০৪/২০১৬ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। \* মৎস্য ও পশুখাদ্য বিধি ২০১০ অনুযায়ী মৎস্য ও পশুখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পূর্বক নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধন ব্যতিত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মৎস্য ও পশুখাদ্য তৈরী করে তা বন্ধ করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১-৩/০৬/২০১৬ খ্রি: তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-১৫৭ (৩)/২০১৬/২৬৪ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি হচ্ছে।**বিএলআরআইঃ** **গরুর জাত উন্নয়ন**দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশী জাতের গরু যেমন- “রেড চিটাগাং ক্যাটেল”, “মুন্সিগঞ্জ ক্যাটেল” জাতের গরুর কৌলিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে “ব্রিডিং স্টক” তৈরী করে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, চলতি অর্থ বছর থেকে “ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প” শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। **মহিষের জাত উন্নয়ন**অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের মহিষ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশী জাতের মহিষের সাথে মেডিটেরিয়ান মুররা ও নিলি-রাভি মহিষের সিমেনের মাধ্যমে সংকরায়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা চলমান রয়েছে। **ভেড়ার মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি**বিদেশ হতে আমদানীকৃত ভেড়াসমূহের সংরক্ষণ ও নিবিড় গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৩টি ভেড়ী গর্ভবতী রয়েছে এবং নতুন প্রসবকৃত একটি পুং বাচ্চাসহ মোট ৭টি ল্যাম্ব/বাচ্চা রয়েছে। এদের গড় প্রসবকালীন ওজন ৩.৫ কেজি। বিএফআরআইঃ **gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv Abyhvqx Òevsjv‡`‡ki wbe©vwPZ GjvKvq KzwPqv I KvuKov Pvl Ges M‡elYv (weGdAviAvB K‡¤úv‡b›U) cÖKíÓ GKs Ògy³v Pvl cÖhyw³ Dbœqb I m¤cÖmviYÕ cÖKí বাস্তবায়নঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ এবং গবেষণা (বিএফআরআই কম্পোনেন্ট) প্রকল্প’’ এবং ‘‘মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ’’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ‘‘চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা উইং স্থাপন’’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রি-একনেক সভা গত ৩১-১০-২০১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।   | (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।(২) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মধ্যে Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাত করণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। |
| ৪.৩ | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্ত্তত করণ। | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থা হতে প্রাপ্ত অক্টোবর/২০১৬ মাসের APA এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ের APA কমিটির সকল সদস্যের নিকট হতে পর্যালোচনাপূর্বক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।বিগত ১২.১১.২০১৬ খ্রি. তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) এর ওপর মৎস্য অধিদপ্তরের আটটি বিভাগীয় কার্যালয়ে একযোগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রত্যেক বিভাগের মহাপরিচালক মহোদয়ের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) এর বিষয়ে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে। **বিএফডিসিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** বিএলআরআই কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ এর অক্টোবর মাসের অগ্রগতি পিএন্ডই-৭/এপিএ-২/ ২০১৬/২১২৬ তারিখ- ০৮/১১/২০১৬ খ্রিঃ স্মারক মূলে এবং মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ অনুযায়ী অক্টোবর, ২০১৬ এর অগ্রগতি পিএন্ডই-৭/এপিএ-২/২০১৬/২১২৫ তারিখ- ০৮/১১/২০১৬ খ্রিঃ স্মারক মূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অত্র ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন গত ০৯/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পিএন্ডই-৭/এপিএ-২/২০১৬/২১৩২ নং স্মারক মূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** ২০১৬-২০১৭ সালে বাস্তবায়নের জন্য বিগত ২৮-০৬-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের APA স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রসরমান রয়েছে। অক্টোবর/২০১৬ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** †gwib wdkvwiR GKv‡Wwgi 2016-2017 mv‡ji APA MZ 28/06/2016 Zvwi‡L ¯^vÿwiZ n‡q‡Q| ev¯Íevq‡bi KvR Pjgvb Av‡Q|অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয় APA এর কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের সময় অবশ্যই প্রমানকসহ মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণের জন্য সকল সংস্থাপ্রধানগণকে অবহিত করেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রমানকসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা এবং কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক কমপক্ষে একটি সংস্থার APA-এর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৪ | মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত | এ বিষয়ে সচিব মহোদয় বলেন যে, প্রত্যেক সংস্থার মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ভবিষ্যত ৫০ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি। এতে সরকারি কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। তাই সকল সংস্থা প্রধানগণকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে পৃথক পৃথক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরের ৫০ বছরের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি ও ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত ১৮.০৮.২০১৬ খ্রি. তারিখে থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক ০৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক স্ব-স্ব থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক খসড়া উপস্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মাষ্টার প্লান প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত খসড়া মাষ্টার পস্ন্যান চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিএলআরআইঃ** মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুতের প্রাক্কলনের জন্য বিভিন্ন সার্ভে ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। **বিএফডিসিঃ** মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** †gwib wdkvwiR GKv‡Wwgi gvóvi cøvb cÖYq‡bi KvR cÖkvmwbK gš¿Yvj‡qi gva¨‡g ¯’vcZ¨ Awa`ß‡i cÖwµqvaxb Av‡Q| | সকল সংস্থার ৫০ বছরের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থাপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।  |
| ৪.৫ | আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভাকে অবহিত করেন যে, **(ক)** **‘‘মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬’’:** “মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থপন করা হয়েছে। যা মন্ত্রীমহোদয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে**।****(খ)** **প্রস্তাবিত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬ :** মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬ এর উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতে প্রস্তাবিত আইনের সংগে কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মতামতের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪-০২-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হয়েছে। সার সংক্ষেপমন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।**(গ)** **‘‘পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬’’:** পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১৬ অত্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে উক্ত খসড়াটির কতিপয় স্থানে পুনরায় পযবেক্ষনক্রমে মতামত দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে ১৮-০৭-২০১৬ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছিল। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে সংশোধিত আকারে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। সংশোধকৃত পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১৬ পুনঃ ভেটিং এর জন্য নথি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এ প্রেরণ করা হয়েছে।**(ঘ)** **‘‘বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬’’:** বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে গত ১০-০৪-২০১৬ তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধন, সংযোজন এর জন্য ২৮-০৬-২০১৬ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছিল। সংশোধনীসহ প্রস্তাবিত আইনটি না পাওয়ায় পুনরায় ২০-০৯-২০১৬ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়।**(ঙ) প্রাণিকল্যাণ আইন-১৯২০ শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ** প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ মন্ত্রী মহোদয় বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। **(চ) অবৈধ কারেন্ট জালঃ** এ বিষয়ে এ্যাটর্ণী জেনারেল অফিসের সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চেম্বার জজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বর্ধিত হয়েছে মর্মে এওআর প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছেন। সেটি জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জকে অবহিত করা হয়েছে। শুনানীর কাযক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**(ছ) জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬ :** জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ ও জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ চূড়ান্ত করার জন্য বিগত ২৭-০১-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নীতিমালা ও আইন চূড়ান্তকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে বিগত ২৮-০২-২০১৬ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি হতে জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ রিপোর্ট পাওয়া গেছে। জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ কাযক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রাণিসম্পদ-২ শাখায় হন্তান্তর করা হয়েছে।এবং জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ আইন চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত ০৯-১১-১৬ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে।**(জ)** **সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাঃ** বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ বিষয়ক প্রণীত “জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৬” এর খসড়া চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত সর্বশেষ গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নীতিমালাটি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে সামুদ্রিক মৎস্য আইন,২০১৬ এর খসড়া করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। **(ঝ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমি আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য গত ১১-০২-২০১৬ তারিখে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে মতামত নেওয়া হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনটি চূড়ান্তকরণের জন্য ০৬-১১-১৬তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে।**(ঞ) বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন,২০১৬:** বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে**।** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।**(ট) জৈব প্রাণী ও জৈব মৎস্য নীতিমালা ২০১৬:** জৈব প্রাণী ও জৈব মৎস্য নীতিমালা ২০১৬ প্রস্তুত করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ মাসে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে নতুন ০৮টি রিট পিটিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে ০২ টি মামলা হয়েছে।  | **(ক)** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(খ)**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(গ)**বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঘ)** বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঙ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(চ)**বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ছ)** আইন ও নীতিমালার বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(জ)** নীতিমালাদ্রুত পূনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঝ)**মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন দ্রুত চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঞ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ট)** দ্রুত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ DG, DLS/ DG, DOF/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/ উপসচিব (আইন)/ প্রাণিসম্পদ-৩)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)/  |
| ৪.৬ | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন  | এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ নভেম্বর ২০১৬ মাসে জেলা/ উপজেলা পরিদর্শন করেছেন। **(১)** ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমেদ, উপসচিব (বাজেট) ৩১/১০/২০১৬ হতে ০১/১১/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শন করেছেন। **(২)** জনাব অসীম কুমার বালা, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪) ২৯-২১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও উন্নয়ন প্রকল্প এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৩)** জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান, উপসচিব (মৎস্য-৫) ১০-১১ ও ২৪-২৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ সিলেট জেলার মৎস্য দপ্তর ও উন্নয়ন প্রকল্প এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।**(৪)** বেগম কে,এফ,এম জেসমীন আখতার, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) ২১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।**(৫)** জনাব দেলোয়ারা বেগম, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) ১৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল ৈউপজেলা প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য অফিস পরিদর্শন করেছেন। **(৬)** জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপপ্রধান ৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ বিএলআরআই এর মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১১-১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ খাগড়াছড়িতে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।**(৭)** বেগম নাসরিন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪) ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর পরিদর্শন করেছেন। **(৮)** বেগম নিগার সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ২৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/সরকারি-বেসরকারি খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৯)** জনাব এইচ,এম, মনিরুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ বিএলআরআই এর মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। **(১০)** জনাব মোহাম্মদ আল মারুফ, সহকারী প্রধান ১১-১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ খাগড়াছড়ি জেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(১১)** জনাব মাহমুদা মাসুম, সহকারী প্রধান ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ সিলেট সদর উপজেলায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(১২)** জনাব মোঃ আব্দুল খালেক মিঞা, সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) ৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ বরগুনা জেলাধীন আমতলী উপজেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প এবং দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার ও রেজিস্ট্রারসমূহ হালনাগাদ পাওয়া যাচ্ছে না বলে কর্মকর্তাগণ জানান। মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সফর ও মনিটরিং জোরদারের মাধ্যমে APA বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে অবশ্যই নিশ্চিৎ করার জন্য সচিব মহোদয় সংস্থা প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করেন। মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি দপ্তর/ সংস্থা প্রধানদের নিকট প্রেরণ এবং প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | **(১)** জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (এফসিডিআইসহ) পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন সচিব বরাবর ৭ দিনের মধ্যে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(২)** জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনকালে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবশ্যই পরিদর্শন রেজিষ্টারে মতামত লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(৩)** উইং প্রধানগণ কর্তৃক মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে পর্যায়ক্রমে কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনের দিন-তারিখ নির্ধারণ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।(৪) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে | DG, DoF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৭  | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার  | **মৎস্য** অধিদপ্তরঃ বিগত ০৫/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ৬ :১৫ ঘটিকায় বেসরকারী চ্যানেল এটিএন বাংলায় কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান “পেট্রোকেম সোনালী দিন” এ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশগ্রহণে ‘বাংলাদেশে ইলিশের সম্ভাবনা, সমস্যা ও করণীয়’ শীর্ষক টক শো প্রচারিত হয়েছে। বিগত ২৬/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ৬ :২৫ ঘটিকায় বেসরকারী চ্যানেল এটিএন বাংলায় “সোনালী দিন” এ “ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প” এর ৯টি প্রযুক্তি প্যাকেজের প্রদর্শনীর উপর প্রামান্য চিত্র প্রচারিত হয়েছে। ১২ অক্টোবর ২০১৬ হতে ০২ নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে মা ইলিশ রক্ষা অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার খবর বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টিভিতে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিটিভি ও বেসরকারী টিভি চ্যানেলে নিয়মিত স্ক্রল প্রচারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিদিন সকাল ৭:৩০ মিনিটে “বাংলার কৃষি” অনুষ্ঠানে ৫ মিনিট ব্যাপী মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে “দেশ আমার মাটি আমার” ও “সোনালী ফসল” নামে ১টি করে ২টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং মাসে মোট ৮টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হচ্ছে। সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার প্রচারের নিমিত্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে আলাদা সেল গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সেল গঠনের পূর্বে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। ১। জনাব মো: আতাউর রহমান, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, লীভ/ডেপুটেশন/ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।২। ড: গোলাম রব্বানী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লীভ/ডেপুটেশন/ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।৩। জনাব মো: আবু সুফিয়ান, অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, যশোর, প্রেষনে- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।উপরোক্ত কর্মকর্তাগণ বর্তমানে দায়িত্ব পালনরত।প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৪/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-৭৮(১)/ ২০০৭/৫৩৫(১) সংখ্যক স্মারকে কার্তিক পৌষ/১৪২৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ এবং সোনালী ফসল’ প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহে গবাদি পশুর পেট ফাপা রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে**, ২য় সপ্তাহে সঠিকভাবে গবাদি পশুর চামড়া সংরক্ষন পদ্ধতি সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে গাভীর ওলান পাকা রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ৪র্থ সপ্তাহে** হাঁস **পালনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন** সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে অধিক দুধ উৎপাদনে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পর্কে এবং সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ‘‘সোনালী ফসল’’ অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা- ৬.০৫ মিঃ কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহে গবাদিপশুতে কাঁচা ঘাস হতে সৃষ্ট বিষক্রিয়া এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে কম বয়সী বাছুরের পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে দেশী মুরগির সাধারণ রোগসমূহ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে, ৪র্থ সপ্তাহে আত্নকর্মসংস্থানে ছাগল পালন সম্পর্কে এবং ৫ম সপ্তাহে হাস চাষের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** পোল্ট্রি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-এ দেশী মুরগি পালনকারী ও সুফলভোগী মহিলাদের “প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও মুরগি বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠান” করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, বিএলআরআই এর উদ্যোগে মোট ৮টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ ও বিটিভিসহ পাঁচটি বেসরকারী চ্যানেলে প্রচার করা হয়। এছাড়াও, খামারিদের মুরগী পালন বিষয়ক একটি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।ভেড়ার পশম ও পাটের মিশ্রণে তৈরী পোশাক এর ওপর তৈরী তথ্যচিত্র বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং সংসদ টিভিতে নিয়মিত প্রচার হচ্ছে। উভয় চ্যানেল থেকে টেলিফোন সূত্রে জানা যায়, এই ভিডিও ১০০ (একশত) বারেরও বেশী প্রচার হয়েছে। লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনায় বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার বিধি শীর্ষক একটি মোবাইল এপস বিএলআরআই ফিডমাস্টার গুগল প্লে-স্টোর-এ একটি আপলোড করা হয়েছে, যার Viewers Rating মোট ৫.০০ এর মধ্যে ৫।**বিএফআরআইঃ** সময়োপযোগী ও অধিক গুরম্নত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্ত্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, গবেষণা অগ্রগতি বিষয়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিমেণাক্ত কার্যক্রম প্রচারিত হয়েছে।ক) বিগত ২৩ অক্টোবর ,২০১৬ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ‘‘ মা ইলিশ সুরক্ষা ইলিশ উৎপাদনেও বাংলাদেশ রোল মডেল’’ শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।খ) বিগত অক্টোবর ,২০১৬ মাসের ২য় পক্ষ পাক্ষিক কৃষি প্রযুক্তি পত্রিকায় ‘‘সার্ক মৎস্য বিজ্ঞানীদের আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ পর্যালোচনা সভা’ শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।গ) বিগত ০৫ নভেম্বর, ২০১৬ইং তারিখে বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় ‘‘ইলিশ উৎপাদনে প্রথম’’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।ঘ) News 24 চ্যানেলে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ ১ম শীর্ষক প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।  | **(ক)** সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**(খ)** পশু মোটাতাজা/ ফ্যাটেনিং সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DoF/ DG, DLS/ DG, BFRI/ DG, BLRI/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা  |
| ৪.৮ | অডিট আপত্তি  | সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, নভেম্বর/১৬ মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মৎস্য অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক দ্বিপক্ষীয় সভার তারিখ নির্ধারিত থাকায় নভেম্বর/১৬ মাসে ত্রিপক্ষীয় সভার তারিখ সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তর থেকে পাওয়া যায়নি। অডিট অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় যে, তাদের মাসে দুটি সভা করার নিয়ম রয়েছে। তাই অডিট অধিদপ্তর থেকে ত্রিপক্ষীয় সভার তারিখ না পাওয়ায় সভা করা সম্ভব হয়নি। তবে আগামি মাসে চট্টগ্রাম ও ঢাকার সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ০৭/১২/২০১৬ ও ২২/১২/২০১৬ পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদনাধীন মাসের নামঃ- অক্টোবর/**২০১৬**।

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম | মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা | দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | দ্বিপক্ষীয় সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ | ত্রিপক্ষীয় সভায়আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ | মন্তব্য |
| \* মওপম | ১১ | ০৭ | ০৪ | - | - | - | - |  |
| \* ডিওএফ | ১৩৩৫৮ | ৯৩২৩ | ৪০৩৫ | - | - | - | - |  |
| \* ডিএলএস | ৮৫৯৫ | ৫৯২১ | ২৬৭৪ | - | ১ | - | ১৩ |  |
| \* বিএফডিসি | ১৮১৫ | ১১৯৩ | ৬২২ | - | - | - | - |  |
| \* বিএফআর আই | ৬৪০ | ৫১৯ | ১২১ | - | - | - | - |  |
| বিএলআর আই | ৩০২ | ৫ | ২৯৭ | ১ | - | ২৩ | - |  |
| \* এমএফএ | ২৩ | ১১ | ১২ | ১ | - | ৭ | - |  |
| মপতদ | ৫ | ২ | ৩ | - | - | - | - |  |
| বিভিসি | ১৪ | ০ | ১৪ | - | - | - | - |  |

**মন্তব্যঃ**\* মওপম = অডিট আপত্তিকৃত অনিষ্পন্ন ৫টি অনুচ্ছেদ এর বিষয়ে গত ১০/০৮/২০১৬ তারিখে ৩০৭ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত ৫টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টির বিষয়ে পুনরায় ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য অডিট অফিস থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিতে পুনরায় ব্রডশীট জবাবের নিমিত্তে উপসচিব (প্রশাসন-২) অধিশাখায় অনুরোধ করা হয়। এক্ষণে উক্ত ৪টি অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রশাসন-২ অধিশাখা থেকে প্রশাসন-৪ শাখাকে পত্র দিয়ে জানানো হয়েছে যে, দ্বিপক্ষীয় সভা আহ্বান করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে। সে প্রেক্ষিতে প্রশাসন-২ অধিশাখাকে সভার কার্যপত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কার্যপত্র পাওয়া গেলে দ্বিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা হবে।\* ডিওএফ = ১৯৭২ খ্রিঃ হতে সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সকল দপ্তর, সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত আপত্তির মোট সংখ্যা, অনিষ্পন্ন জের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুন বাগিচা, ঢাকা বরাবরে দ্বি-পক্ষীয় সভার জন্য সভার সম্ভাব্য তারিখসহ কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু অডিট কর্তৃপক্ষের পক্ষে অক্টোবর মাসে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার জন্য কোন সিডিউল প্রদান করা সম্ভব নয় বলে জানান।\* ডিএলএস = (১) নতুন ১২টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । (২) ত্রিপক্ষীয় সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১২টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। (৩) ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।(৪) নতুন ১টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।(৫) ১৬/১০/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভার ১৮টি আপত্তির মধ্যে ১১টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।(৬) নতুন ৪টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।(৭) ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।\* বিএফডিসি=২৩/১১/২০১৫ হতে ৩১/০৫/২০১৬ পর্যন্ত সময় ১৮০ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ এর কার্যপত্র ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১১/০৮/২০১৬ ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ের ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত অগ্রিম অনুচ্ছেদের সংখ্যা ১৭টি যার মধ্যে ১২টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া ২৭৬ টি সাধারণ অনুচ্ছেদ এর কার্যপত্র দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে; যার মধ্যে ২০/০৮/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০টি ইউনিটে দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত সাধারণ অনুচ্ছেদের সংখ্যা ২৭৬টি এবং ১৮০টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপারিশ করা হয়েছে। \* বিএফআরআই= ইনষ্টিটিউটের মোট ১২১(একশত একুশ) টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যেঃ১) ৪(চার)টি আপত্তি আদালতে বিচারাধীন; ২) ৪(চার)টি আপত্তির উপর ইতিপূর্বে ত্রিপক্ষীয় সভা হয়েছে। ৩) ৪৯(উনপঞ্চাশ)টি আপত্তির জবাব অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪) অবশিষ্ট ৬৪টি আপত্তির মধ্যে ২৭টির ব্রডশীট জবাব তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে এবং অবশিষ্ট ৩৭টি উপর জবাব পরবর্তী মন্তব্য অডিট অফিস হতে পাওয়া গেছে।মন্তব্যের আলোকে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের কার্যক্রম চলমান আছে।\* এমএফএ =১) উক্ত ১২টি আপত্তির মধ্যে ০৯টি সাধারণ অনুচ্ছেদ এবং অবশিষ্ট ০৩টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ। ২) ১৭/১০/২০১৬ ইং ০৯টি সাধারণ অনুচ্ছেদের ওপর দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়, এবং ০৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ‡gŠখিক সুপারিশ করে।  | (১) নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিরিক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভায় ক’টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তা আলাদা কলামে উল্লেখ করারও সিন্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪)  |
| ৪.৯ | মামলা/ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি   | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি :১. হাইকোর্ট বিভাগে মামলা   : ৪৬৩টি২. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা  : ১৭টি৩. প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে মামলা : ১২টিমোট = ৪৯২টিচলতি মাসে নিষ্পন্ন: ০অক্টোবর, ২০১৬ মাসে মোট ১৪টি নতুন মামলা মৎস্য অধিদপ্তরে নথিভুক্ত হয়। ১৪টি মামলার মধ্যে মোট ১১টি মামলা ভ্যাট সংক্রান্ত, ১টি জলমহাল, ১টি সার্ভিস ও অপর ১টি মামলা চিংড়ি প্লট সংক্রান্ত।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অক্টোবর/২০১৬ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরুপ:  ১। জজকোর্টের মামলা- ১২ টি২। হাইকোর্টের মামলা - ৫৮ টি ৩। সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে - ০৭ টি৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে- ০৪ টি এবং৫। মোবাইল কোর্ট মামলা- ০৪ টি।(২) মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহন করা হচ্ছে। **বিএফআরআই**: ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি মামলা দ্রম্নত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Follow up করা হচ্ছে। **বিএলআরআই**: ৪টি রীট মামলার জবাব দেয়ার কার্যক্রম চলমান এবং ১টি রীট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হয়েছে, যা হিয়ারিং এর তারিখ প্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে। **বিএফডিসি**: প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা ১৫টি, আপিল বিভাগে ৩টি, বিজ্ঞ জেলাজজ আদালতে ৮টি, ফৌজদারী আদালতে ২টি ও বহিঃস্থ ইউনিটে ৩টিসহ মোট ৩১টি মামলা চলমান রয়েছে। মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমির পক্ষে-বিপক্ষে কোন মামলা চলমান নাই।  | অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা  |
| ৪.১০ | পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি  | অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ‘‘সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।’’ এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অনিষ্পন্ন কেইসের কারণ সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে, **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** অক্টোবর/2016 মাসে 02টি পেনশন কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। ০2টি পেনশন মঞ্জুরীর আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত পেনশন কেস 02টি অডিট (প্রশাসন-4) শাখার মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তি হয়েছে। ৪টি মঞ্জুরির আবেদন পাওয়া গেছে। উক্ত ৪টি কেইসের বিষয়ে অডিট (প্রশাসন-৪) শাখার মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি পেনশন কেইস এ অডিট আপত্তি নেই মর্মে জানিয়েছেন যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাকী ২টির বিষয়ে অডিট (প্রশাসন-৪) শাখা জানিয়েছেন, যা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রেরণ করা হয়েছে। ১টির ব্যাপারে মতামত পাওয়া যায়নি।  | অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১) |
| ৪.১১ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ।  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, হলুদ প্লেটের গাড়ীর বিষয়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি স্থায়ী আদেশ জারীর নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয় অদ্যাবধি রাজস্ববোর্ড থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। গত 24/11/২০১৬ তারিখে এ বিষয়ে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। (খ) মৎস্য অধিদপ্তরের গাড়ি TO&Eভুক্ত করণের লক্ষ্যে গত 09/11/2016 তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা হচ্ছে।**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** (১) মৎস্য অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলোর বিষয়ে এনবিআর এ পুনঃযোগাযোগ করে জানা যায় এনবিআর হলুদ প্লেটের তিনটি গাড়ির তথ্য জানানোর জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস-এ পত্র দিয়েছে। কাস্টমস থেকে তথ্য জানার পর পরবর্তী অগ্রগতি জানা যাবে। ইতোমধ্যেই এনবিআর এ কার্যক্রমের তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। দপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ির ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর এর মতামত চাওয়া হলে এখন পর্যন্ত কোন মতামত পাওয়া যায় নাই। (২) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য সদর দপ্তর, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় এবং মৎস্য খামার ও সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে বর্তমানে ব্যবহৃত যানবাহনের সংখ্যা ১৪৫টি, যার মধ্যে ১৪১টি যানবাহন TO&E-তে অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।(৩) বিগত ০৯.১১.২০১৬ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-প্রাসঅ/২এ/গপেকা-৬৭/২০১৫/১২৩৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে হলুদ প্লেটের যানবাহনগুলো মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি গাড়ীর বিবরণ ও কাগজপত্রের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়ার পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া হবে।(২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের TO&Eভূক্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি অধিদপ্তরের ২৪/০৯/২০১৬ ইং তারিখের নং-২এ/টি ও এন্ড ই-৩/২০১৬/৩৪৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর হলুদ প্লেটের গাড়ীর ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) সংস্থার গাড়ি TO&Eভূক্ত করণের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সকল গাড়ির হালনাগাদ তালিকা তৈরীপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (৩) নভেম্বর ২০১৬ মাসে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য এ বিষয়ে পৃথকভাবে সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা   |
| ৪.১২ | জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে একজন আইটি অভিজ্ঞ লোককে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের বদলি/ পদায়ন/ বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার PDSসহ প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ**  জনবলের ডাটাবেইজ (Database) নিয়মিত আপডেট রাখার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আইসিটি শাখার প্রধান মো: সোহরাব হোসেনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের (Database) এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ([www.dls.gov.bd](http://www.dls.gov.bd)) এ ‌‌‍“কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ” নামে সফটওয়ারটি সংযুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।**বিএফডিসিঃ**  জনবলের ডাটাবেইজ প্রক্রিয়াধীন আছে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের জনবলের ডাটাবেজ নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের বদলী/ পদায়ন/ বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার PDSসহ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। **বিএলআরআইঃ** ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএলআরআই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** অত্র একাডেমির জনবলের ডাটাবেইজ একাডেমির ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে (www. mfacademy.gov.bd)।  | যেসকল সংস্থার জনবলের ডাটাবেইজ এখনো প্রস্তুত হয়নি আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রস্তুতপূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা এবং ভবিষ্যতে কর্মকর্তাদের বদলি/ পদায়ন/ বিদেশ ভ্রমনের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার PDSসহ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.১৩ | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ  | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থায় বকেয়া বিদুৎ বিল থাকলে অগ্রীম বাজেট সংগ্রহ করে তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরে কোন বকেয়া বিদ্যুৎ বিল নেই। উল্লেখ্য যে, মে-জুন, ২০১৬ মাসে মৎস্য অধিদপ্তরের সকল দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক অর্থ বন্টন করা হয়েছে।ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৫১,৮০.০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের চাহিদার আলোকে ৪৫,৯০,৯৪৬/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৮২১- বিদ্যুৎ উপকোডে ৮,৮২,৩৬,০০০/- (আট কোটি বিরাশি লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দ হতে বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বকেয়া ১,০৩,২৯,৭৩৮/- (এক কোটি তিন লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত আটত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৮১১- ভূমি উন্নয়ন কর উপকোডে ১,১৯,১৩,০০০/- (এক কোটি উনিশ লক্ষ তের হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর উপকোডে ৪৬,১৩,১০২ টাকা বকেয়া রয়েছে যা চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে সেপ্টেম্বর/১৬ পর্যন্ত আংশিক ২৫,৬৮,০০০/- (পচিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বকেয়া পরিশোধের জন্য চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে চাহিদা প্রদান করা হবে।**বিএলআরআইঃ** বিদ্যুৎ বিল এবং ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে।**মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমির বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর হালনাগাদ পরিশোধকৃত। কোন বকেয়া নাই। | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধপূর্বক সকল সংস্থা থেকে হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-২)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা  |
| ৪.১৪ | জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবন অপসারণ  | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বহুভবন জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য অবস্থায় পড়ে আছে। প্রায় অধিকাংশ জেলা/ উপজেলায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ভবনের সামনে অথবা পার্শ্বে পুরাতন জরাজীর্ণ ভবনগুলো একদিকে যেমন দৃষ্টিকটু ও চত্বরের বহু জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে অন্যদিকে এগুলো প্রতিনিয়ত চত্বরের পরিবেশ দূষণ করছে। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন অনেক স্থানেও পুরাতন ও জরাজীর্ণ ভবন রয়েছে। এসব পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় অপসারণ করা হলে খালি জায়গায় ঘাসের নার্সারী তৈরী ছাড়াও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সচিব মহোদয় গণপূর্ত বিভাগের প্রত্যয়ন নিয়ে আগামী ২ মাসের মধ্যে সকল অপসারণ যোগ্য পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদনক্রমে দ্রুত নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বিগত ০৬/১০/২০১৬ তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে যে সকল অব্যবহৃত বা পরিত্যাক্ত ভূমি/প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা ১ মাসের মধ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিতে পত্র প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ১৩টি জেলার প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদনে ১৯টি স্থাপনা পরিত্যক্ত ঘোষণা করার উপযোগী বলে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে পত্র নং: ৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.০৬৩.১৪-১১৭৪ তারিখ: ৩১/১০/২০১৬ এর মাধ্যমে পুনরায় তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে অপসারণযোগ্য পুরাতন জরাজীর্ণ ভবনের প্রত্যয়ন সংগ্রহ পূর্বক সহসাই মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রের জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবন গুলো নিলামে বিক্রয়ের লক্ষ্যে কনডেম ঘোষণার করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরকে পত্র দেয়া হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে গণপূর্ত বিভাগের প্রত্যয়ন নিয়ে অপসারণযোগ্য সকল পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নিলামে বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/২)/ DG, DOF/ DG, DLS |

**অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫.১ | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটিতে ১০(দশ) সেট প্রেরণ করা হয়েছে।  | এ বিষয়ে Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।  |
| ৫.২ | মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫৩১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, 1531টি পদ সৃজনের যৌক্তিকতা নতুনভাবে তুলে ধরে গত 02/11/2016 তারিখে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়।  | বিষয়টি Follow upসহ মৎস্য অধিদপ্তর হতে জরুরি ভিত্তিতে পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। |

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ৬.১ | ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম রেজিষ্ট্রেশন ফি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত হালনাগাদ নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| খামার | সেপ্টেম্বর/ ১৬ পর্যন্ত | অক্টোবর/১৬ মাসে | অক্টোবর/১৬ পর্যন্ত সর্বমোট |
| গাভীর খামার | ৫৮,২৫৬ | ৫৬ | ৫৮,৩১২ |
| ছাগলের খামার | ৩,৯১৫ | - | ৩,৯১৫ |
| ভেড়ার খামার | ৩,৬২৯ | - | ৩,৬২৯ |
| মোট | ৬৫,৮০০ | ৫৬ | ৬৫,৮৫৬ |
| ব্রয়লার খামার | ৫৩,৯০০ | ৩১ | ৫৩,৯৩১ |
| লেয়ার খামার | ১৮,৬৪৩ | ০১ | ১৮,৬৪৪ |
| হাঁস খামার | ৭,৬৮৩ | - | ৭,৬৮৩ |
| হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক | ২০৭ | - | ২০৭ |
| গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক | ১৫ | - | ১৫ |
| মোট হাঁস-মুরগীর খামার | ৮০,৪৪৮ | ৩২ | ৮০,৪৮০ |
| সর্বমোট খামার | ১,৪৬,২৪৮ | ৮৮ | ১,৪৬,৩৩৬ |

পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে।(ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।ফিড মিল অক্টোবর/২০১৬ ইং পর্যন্ত ১৩১ টি রেজিষ্টেশন হয়েছে এবং ৪৯‌ টি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন) টি আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। (খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।  | দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাস-২) |
| ৬.২ | ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের জনবল নিয়োগ।  | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের কিছু জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। মামলা থাকায় কিছু পদে নিয়োগ অসম্পূর্ণ রয়েছে।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ DG, DLS  |
| ৬.৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদসৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) এর সভাপতিত্বে গত ০১/১১/২০১৬, ১৫/১১/২০১৬ ও ২২/১১/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠত হয়েছে।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DLS/উপসচিব (প্রাস-১)  |

৭। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| ৭.১ | নিয়োগবিধি অনুমোদন  | উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভায় জানান যে, উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা,২০১৬ গত ৩১/০৭/২০১৬ তারিখে কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তিনি আরো জানান যে, ০১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ পিএসসি-তে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। এখনো পিএসসি-এর মতামত পাওয়ার পর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং সম্পন্নপূর্বক চূড়ান্ত আদেশ জারি করা হবে।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। |

৮। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৮.১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি  | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৩/৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৬তম বোর্ড সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তা মন্ত্রণালয় থেকে অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫)  |
| ৮.২ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাসা বরাদ্দ | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের খালি বাসাগুলি সরকারী বিধি মোতাবেক কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে বরাদ্দ প্রদানের জন্য কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫)  |

৯। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৯.১ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন  | সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় টেলিফোনে অনুরোধ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত আছে। একই সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বিএলআরআই এর মহাপরিচালক (অঃদাঃ)-কেও অনুরোধ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-৮ শাখার বেগম মুনিমা হাফিজ, উপসচিব এর মৌখিক চাহিদামতে ৩৯৪টি পদ সৃজনের বিষয়ে তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয় হতে ২৯/৯/২০১৬ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-৮ শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে Follow up করা হচ্ছে।  | বিএলআরআই এর ৩৯৪টি নতুন পদ সৃজনের বিষয়ে Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, BLRI/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)  |

১০। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১০.১ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ অনুমোদন | উপসচিব (মৎস্য-৩) সভাকে অবহিত করেন যে, cÖkvmwbK Dbœqb msµvšÍ mwPe KwgwU‡Z Dc¯’vc‡bi wbwgË †gwib wdkvwiR GKv‡Wwg (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv,2016 অনুমোদন করেছে। ‘মেরিন ফিশারিজ একাডেমি (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা,২০১৬’ এর বিষয়ে মতামতের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (মৎস্য-৩)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |

১১। বিবিধ

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১১.১ | আই,টি বিষয়  | ই-ফাইল যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২০-২৩ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই ট্রেনিং রুমে (রুম নং-২৩৭) সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পযন্ত ০৪ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত TOT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণে এ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত ৩ জন কর্মকর্তা কর্তৃক গত ১৬ অক্টোবর ২০১৬ হতে ৩টি ব্যাচে এ মন্ত্রণালয়ের ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। যা আগামী ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ শেষ হয়। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে (ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর তার নিজস্ব ডোমেইন- এ ওয়েবমেইল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, যার ই-মেইল আইডি সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং গ্রুপ মেইল সংখ্যা ৭০। মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মরত ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ৫ ব্যাচে ই-ফাইলিং বিষয়ে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে TOT প্রোগ্রামে অংশ গ্রহনের জন্য ৩ জন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ই-ফাইল (নথি) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৫-২৮ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। তাঁরা অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়ন করবেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং APA এর চুক্তি অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় আগামী ডিসেম্বর’ ২০১৬ মাসের মধ্যে ই-ফাইলিং শুরু করবে এবং সকল অধিদপ্তর ফেব্রুয়ারী’ ২০১৭ ইং মাসের মধ্যে ই-ফাইলিং শুরু করবে। সে জন্য আগামী ডিসেম্বর’২০১৭ মাসের মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ই- ফাইলিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। **বিএলআরআইঃ** ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেতে A2I প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর কার্যক্রম শুরু করা হবে। **বিএফআরআইঃ** ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে আগামী জানুয়ারি ২০১৭ হতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করবেন মর্মে উভয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরুর করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সাথে সাথে প্রত্যেক অধিশাখা/শাখা হতে অন্ততঃ একটি ফাইল ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন। আইএমইডি’র নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকল্প পরিচালককে অবশ্যই সিপিটিইউতে e-GP এর উপর প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) আইএমইডি’র নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকল্প পরিচালককে অবশ্যই সিপিটিইউতে e-GP এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-৩/ মৎস্য-১/ প্রশাসন-২) |
| ১১.২ | ইনোভেশন | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ৩০/০৪/২০১৬ তারিখে মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কক্ষে ঢাকা বিভাগের ‍ইনোভেশন সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব উক্ত সার্কেলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উক্ত সার্কেলে মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানের খণ্ড চিত্র পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন বাংলাদেশ পেইজে আপলোড করা হয়েছে।উল্লেখ্য, আগামী ২৩-২৪ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরে ২ দিনব্যাপী ইনোভেশন বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইনোভেশন প্রোগ্রামটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে আয়োজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে।১। মোবাইল এস. এম. এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম গত ৩০/১০/২০১৬ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উদ্ভোধন করেন। ২। ১২৪ জন কর্মকর্তা ইনোভেশন প্রশিক্ষন গ্রহন করেছেন।৩। ২৬ টি ইনোভেশন প্রকল্প চলমান আছে।৪। গত ২৮-২৯ জুলাই, ২০১৬ খ্রি: তারিখ ইনোভেশন মেলায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে।৫। ১০ জন কর্মকর্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে এওয়ার্ড গ্রহন করেছেন।৬। ৩ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন।**বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটে Innovation এর বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। **বিএলআরআইঃ** ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম ও Follow up নিয়মিত করা হচ্ছে। তবে কমিটির কেউ এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম ও Follow up নিয়মিত করা হচ্ছে। তবে কমিটির কেউ এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। | যেসকল কর্মকর্তাগণ ইনোভেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাঁরা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ইনোভেশন প্রশিক্ষণ দেয়া এবং নিয়মিত ইনোভেশন সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চীফ ইনোভেশন অফিসার/ সকল সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)  |
| ১১.৩ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং নিয়মিত ডিব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ০৭.০৯.২০১৬ খ্রি. তারিখে একটি ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ**  অক্টোবর/২০১৬ মাসে বৈদেশিক প্রশিক্ষন নিম্নরুপ:১। 4th Workshop on Diagnosis of Animal Discases Supported by OIE Reference Laboratories of QIA এর উপর কোরিয়ায় ০১ জন প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।২। Study Tour on Dairy and Poultry Management practice এর উপর ভারতে ০৪ জন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। এ মাসে মোট ০৫ জন বৈদেশিক প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন।**বিএফআরআইঃ** ১) প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে এবং ডিব্রিফিং করেছেন।**বিএলআরআইঃ** বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনকারী বিজ্ঞানীর বিদেশ প্রশিক্ষণ পরবর্তী ডি-ব্রিফিং কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থা থেকে কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ বদলীর প্রস্তাবের সাথে পিডিএস না থাকলে তা অধিশাখা/ শাখা থেকে উপস্থাপন না করে প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ফেরৎ প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | (১) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত ডিব্রিফিং করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) সংস্থা থেকে কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ বদলীর প্রস্তাবের সাথে পিডিএসসহ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৪ | ই-টেন্ডারিং  | এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের (প্রত্যেক সংস্থা হতে ০২ জন করে) মোট ১২ জন কর্মকর্তার মনোনয়ন গত ০৯ মে ২০১৬ তারিখে সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এ প্রেরণ করা হয়েছে। ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৬ ও ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিএফডিসি’র ১ জন, বিএলআরআই’র ২জন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২ জনসহ মোট ৫জন কর্মকর্তা ই-টেন্ডারিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশিষ্ট ৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরে এ পর্যন্ত দরপত্রের কার্যক্রম ৯৯টি ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সকল টেন্ডার ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়াও লাইভষ্টক মেডিসিন স্টোর ও কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, সাভার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এর ১ টি করে টেন্ডার ই- টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** ২৫/১০/২০১৬ তারিখ অত্র সংস্থার ২ জন কর্মকর্তা IMED তে e-GP admin প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।**বিএলআরআইঃ** আগামী জানুয়ারি/২০১৭ মাসের মধ্যেই রাজস্ব বাজেটের অধীন ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হবে।  **বিএফআরআইঃ** ইতোমধ্যে নিবন্ধন করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং এর উপর ইনস্টিটিউটের ০২ জন কর্মকর্তা ইতোমধ্যে অরগানাইজেশন এডমিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ইউজার লেভেলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।**মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** B‡Zvg‡a¨ wbeÜb সম্পন্ন Kiv n‡q‡Q| আগামী জানুয়ারি ২০১৬ হতে সকল সংস্থায় ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম অবশ্যই চালুকরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ যুগ্মপ্রধান/ উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৫ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ  | এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়ক ও গাড়ী চালকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (প্রথম পযায়) শেষ হয়েছে। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও অফিস সহায়কদের ১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ হতে শুরু হয়ে ০২ জুন ২০১৬ (দ্বিতীয় পযায়)-এ শেষ হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে নব যোগদানকৃত সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারীদের ৩ দিন ব্যাপি কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ) প্রদান করা হয়েছে। ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৬ হতে পূনরায় কর্মকালীন প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সচিবালয় নির্দেশনাবলী/ চাকুরি বিধিমালা/ আর্থিক বিধিমালা/ আইটি/ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/ তথ্য অধিকার আইন/ এপিএ/ অডিট/ আইটি/ ইনোভেশন/ সিটিজেন চার্টার/ নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত অক্টোবর মাসে ১১ হাজার ৯ শত ১ জন মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ৩২ হাজার ৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** অক্টোবর/২০১৬ মাসে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ নিম্নরুপ:১। Training on Participatory Skills in Collecting Epidemiology Data for Animal Health- Part-2 এর উপর = ১২ জন,২। Documentation & Dissemination of Innovation প্রশিক্ষণ এর উপর = ০১ জন,৩। Training on Procurement of Goods, Works and Services এর উপর ১০ জন,৪। ন্যাশনাল ইনোভেশন ফ্যাসিলিটেটর, প্রশিক্ষণ এর উপর = ০১ জন,অক্টোবর/১৬ মাসে মোট ৩০ জন অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন।**বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিএলআরআইঃ** “সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প” এর আওতায় গত ২৭-২৮ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদকালে সদর উপজেলা, টাঙ্গাইল-এ “আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন” শিরোনামে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩০জন খামারীকে বিষয়োল্লিখিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।  | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল সংস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন/ বাজেট)/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩/ বাজেট)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১১.৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল  | কর্মস্থলে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যথাসময়ে কর্মসম্পাদন, চাকরি বিধি ও আর্থিক বিধি যথাযথ অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকালীন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অন্যান্য বিষয়ের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কেŠশল কর্মপরিকল্পনা/২০১৫ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১২/২০১৫ ইং তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.০০১.৫৩. ৮৩৩.১৪-২৫৮৯ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে ও মনিটরিং কার্যক্রম চলছে।(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১ টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহ ও প্রকল্প পরিচালকদেরকে অধিদপ্তরের ২৪/০৩/২০১৬ তারিখের নং ৩৩.০১.০০০০.১১০.০১. ০১৭.১৫-১৩০৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।**বিএফডিসিঃ** বিএফডিসি কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত আছে। **বিএফআরআইঃ** ১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালন করার জন্য ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে।২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের প্রতিটি কোর্সে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ নেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। আঞ্চলিক কেন্দ্রেও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।(২) প্রতিটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে (কর্মকর্তা/ বিজ্ঞানী) শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১১.৭ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | মন্ত্রণালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ০২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নিচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। উপ-পরিচালক, প্রশাসনকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অক্টোবর/১৬ মাসে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।**বিএফডিসিঃ** অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** অভিযোগ বক্স দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং কমিটি গঠন করে অভিযোগগুলো সংগ্রহ করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে।  | অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |

১২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

|  |  |
| --- | --- |
|   | স্বাক্ষরিত/-০৮/১২/২০১৬ (মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)সচিব |